R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮২ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪

মূল্যায়ন নির্ণয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে শিক্ষকেরা বিভ্রান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা : বামফ্রন্ট সরকার প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতি রূপায়ণ করতে গিয়ে মুরশিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শিক্ষকেরা বেকায়দায় পড়েছেন। এ বছরই প্রথম মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু হচ্ছে। জেলা স্কুল বোর্ড, রাজ্য সরকার, মূল্যায়ন সম্পর্কিত খাতাপত্র এবং ট্রেনিং-এর সময় শিক্ষকদের উপর ডি আই ও এস আইদের দেওয়া নির্দেশগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে শিক্ষকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন মান নির্ণয়ের ব্যাপারে যে সমস্ত নিয়মকানুন রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে চলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন নির্ণীত হবে পড়াশুনা ছাড়াও ছাত্রের ওজন, উচ্চতা, রাগ, দুঃখ, ভালবাসা, নীতিবোধ প্রভৃতি পরিমাপের উপর। এ সব পরিমাপ করা অসাধ্য হয়ে পড়েছে। ওজন, উচ্চতা মাপার জন্য কোন যন্ত্রপাতি কোন স্কুলেই নেই। জেলায় প্রায় ৪০ ভাগ স্কুলে কোনো ঘরই নেই। এই অবস্থায় মূল্যায়ন কার্যকরী করা অসম্ভব বলে বেশীর ভাগ শিক্ষকই জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে শিক্ষকেরা এক এস আই কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের পরিমাপগুলি আন্দাজে বসিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। এ দিকে জেলাব্যাপী সার্কেলভিত্তিক ট্রেণিংগুলিতে স্কুল বোর্ডের কর্তারা প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিশু শ্রেণী না রাখার পরামর্শ দিলেও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পুস্তকে শিশু শ্রেণী রাখা আবশ্যিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বইটি প্রতিটি স্কুলেই পাঠানো হয়েছে। শিক্ষকরা পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে বিভ্রান্ত। তারা এই মুহূর্তে শিশু শ্রেণী রাখা, না রাখার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কিত ট্রেনিং-এ প্রতিটি শিক্ষা বছরকে ৩টি পর্বে বিভক্ত করতে বলা হয়েছে। মূল্যায়ন মানও ক, খ, এবং গ এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অথচ মূল্যায়ন সম্পর্কিত খাতাপত্রগুলিতে প্রতিটি বছরকে ৪টি পর্বে এবং মূল্যায়ন মানকে চার শ্রেণীতে ভাগ করার কথা বলা রয়েছে। বিভ্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষকেরা এ ব্যাপারে জেলা স্কুল বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনও পরিষ্কার বক্তব্য জানতে পারেননি। শিক্ষক সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে ধোঁয়াসার মধ্যে রয়েছেন।

পুরশহর ধুলিয়ানের সামগ্রিক উন্নয়নে চাই মাষ্টার প্ল্যান (২)

নন্দলাল সরকার : ধুলিয়ানের যানবাহন বলতে ট্রেন, বাস, টাঙ্গা ও রিক্সা। দুইদিক থেকে রেল লাইন যুক্ত। ধুলিয়ান কিংবা রতনপুর ডাক বাংলা থেকে বেসরকারী ও সরকারী বাস রয়েছে। বেসরকারী বাসে জঙ্গিপুর, বহরমপুর কিংবা ফরাক্কা ও পাকুড় যাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাত্রী সংখ্যা প্রতিটি বাসে ৩।৪টি বাসের সমান। যাত্রীদের বাদুড় ঝোলা হয়ে কিংবা মাথায় চড়ে যাতায়াত করতে হয়। এই শহরে বাস, টাঙ্গা ও রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডের একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কোন ষ্ট্যাণ্ড না থাকার ফলে এগুলি অবৈধভাবে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থেকে জ্যামের সৃষ্টি করে। এখানে ভারত ক্যারিং, জনতা, কামাখ্যা, যোগমায়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া, চণ্ডীমাতা প্রভৃতি অগণিত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী আছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন জায়গা নেই। রাস্তার উপরেই তারা লরি-ট্রাক রাখেন ও মালপত্র গ্যারাজ করেন। শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের গাড়ী, ট্রাক ও লরি রাস্তার উপর রেখে দেওয়ায় সঙ্কট আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। শহরের মধ্যে একমাত্র যানবাহন টাঙ্গা ও রিক্সার ভাড়া নির্দিষ্ট করা না থাকায় যাত্রীদের সঙ্গে তাদের দুর্ব্যবহারের ট্রাডিশন অক্ষুণ্ণই আছে। বিশেষ করে একটু বৃষ্টি হলে বা ট্রেন দেরী করে এলে যাত্রীদের কাছে যে হারে ভাড়া আদায় করা হয় তা' প্রচলিত সব ধ্যান ধারণার বাইরে। খালি রিক্সা বা টাঙ্গা থাকা সত্ত্বেও যাওয়া, না যাওয়া তাদের মর্জিমাফিক। এদের আচরণ জুলুম সম্পর্কে শতকরা ৯৮ জনের কাছেই অভিযোগ শোনা যায়। প্রত্যেকের মনেই অভিযোগ আছে, প্রত্যেকেই চান এর প্রতিকার। স্বাধীনতা যদিও যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে তবুও ধুলিধূসর ধুলিয়ানের ঘুম ভাঙ্গায় কে? (চলবে)

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারায় রামকৃষ্ণ জেল হাজতে

আদালত সংবাদদাতা : স্ত্রী সুনন্দাকে পুড়িয়ে মারার দায়ে ধৃত কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ফরাক্কা শাখার ক্যাশিয়ার রামকৃষ্ণ রায় ওরফে বাবু এখন জেল হাজতে। তাকে ১০ নভেম্বর রাত্রে পুলিশ ৩০২/২০১/৩৪ আই পি সি ধারায় গ্রেপ্তার করে। জঙ্গিপুর আদালতের এস ডি জে এম শুভেন্দু গোস্বামীর নির্দেশেই বাবুকে জেল হাজতে রাখা হয়েছে। ৪ সেপ্টেম্বর সুনন্দাকে ফরাক্কায় তার কোয়ার্টারে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং সেদিনই ভোর রাত্রে মালদা হাসপাতালে সে মারা যায়। ফরাক্কা পুলিশ প্রথমে এই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাতে গড়রাজী হয়। পরে আদালতের নির্দেশে ঘটনার প্রায় দু'মাস পরে মৃতার স্বামী রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করে।

মুর্শিদাবাদের সর্বত্র প্রমোদ স্মরণ

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান কমিউনিষ্ট নেতা প্রমোদ দাসগুপ্তের মৃত্যুতে মুরশিদাবাদের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় শোক প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রীদাসগুপ্ত সোমবার চীনে মারা যান। এই খবর জেলায় পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী কর্মীরা শোক বিহ্বল হয়ে পড়েন। বহু গ্রাম ও শহরে সি পি এমের পার্টি পতাকা অর্ধনমিত করে মিছিল বের করা হয়। রঘুনাথগঞ্জে দলীয় কর্মীরা বুকে কালো ব্যাজ পড়েন। প্রমোদ দাসগুপ্তের সঙ্গে বহরমপুরের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁর বাবা ডাঃ মতিলাল দাসগুপ্ত তিরিশের দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে বহরমপুরে আসেন। সেই থেকে তারা ঐ শহরেই রয়েছেন। প্রমোদবাবুর বাবা ও মা উভয়ের আগেই মৃত্যু ঘটেছে।

কলেজে অশান্তি অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে জঙ্গিপুর কলেজে ক্রমাগত অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অনিল রায় চৌধুরী অধ্যক্ষ এবং নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। কলেজে এখন চরম উত্তেজনা চলেছে। ছাত্র-পরিষদ এবং এস এফ আই পরস্পর পরস্পরকে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দায়ী করে অভিযোগ এনেছেন। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ছাত্র-পরিষদের ২৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর স্বাক্ষর করিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য এস এফ আই কর্মীরা অধ্যক্ষ শ্রীরায় চৌধুরীর কাছে জমা দেন। এই ভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের বৈধতা নিয়েই ২৯ নভেম্বর কলেজে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে প্রাক্তন এ জি এস ফজলুর হকসহ কয়েকজন ছাত্র-পরিষদ কর্মী প্রহৃত হন। পরদিন কলেজে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। এবং মিছিল মিটিং-এ কলেজ অচল হয়ে পড়লে অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে অনিলবাবু ছাত্র সংসদ নির্বাচন ৩ ডিসেম্বর বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৯ সাল

ডাক-ঢাক

ঢাকের কর্ণপটহবিদারী ধ্বনি কাহার না অভিজ্ঞতায় আছে? বলা হয়, ঢাকের বাজনা থামিলেই মিষ্টি। কিন্তু নানাবিধ পূজা-আর্চার মণ্ডপে ঢক্কানিনাদ আজ এক রকম অপরিহার্য। বস্তুতঃ এই যে ঢক্কা-বাদন, তাহা নানা কার্যক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বহুবিধ সরকারী কাজকর্ম কত সুষ্ঠুভাবে চালাইয়া তাবৎ জনগণের (গণতান্ত্রিক চেতনামণ্ডিত) সেবা করা হইতেছে, তাহার প্রচার করা হয় নানাভাবে। উল্লেখিত বিষয়ের সপ্তাহ বা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া তাহা করিবার এক পন্থা দেখা যায়। ডাক বিভাগেও ঐরূপ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় এবং স্বতৎপরতার নানা ফিরিস্তি জ্ঞাপন করা হয়।

তবে বাস্তব তাহা বলে না। সেই সত্য যাহা রটান হয়, ঘটে যাহা তাহা সত্য নহে। কেন না সাম্প্রতিক-কালে ডাক চলাচল ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, 'পেনি-পোষ্টেজ' ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্বে চিঠি-পত্র নয় মাস ছয় মাসে লেখা হইত ও পাওয়া যাইত—ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই সময় অবশ্য চিঠি লেখা হইত কম; কেন না, খরচ ছিল বেশী। এখন চিঠির খরচ কম, লেখাও প্রচুর এবং সাম্প্রতিক-কালের পূর্বে ডাক চলাচল নিয়মিত ছিল। কিন্তু ইদানীংকালে চিঠি-পত্র এত দেরীতে আসা যাওয়া করিতেছে যে, তাহার জন্য মানুষের অসুবিধার অন্ত নাই। পাঁচ মাইল দূরের এক গ্রাম হইতে এই মহকুমা শহরে চিঠি আসে ষোল দিনের মাথায়। জেলা শহর বহরমপুর হইতে এখানে চিঠি আসিতে লাগে ১০ দিন ১২ দিন।

ডাকের ঢাক কিন্তু ঠিকই বাজে। যদি খাম-পোষ্টকার্ড ধর্মঘট করে যে, তাহাদের মূল্য না বাড়াইলে তাহারা যথা সময়মত চলাচল করিবে না, জনগণ সে দাবী মানিয়া লইতে রাজী। কারণ, আজকাল নানা ব্যাপারে বহু বৈষয়িক চিঠি-পত্র ঠিক সময়ে পাওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। চাকুরীর প্রত্যাশীরা ঠিক সময়ের বহু পরে ইনটারভিউ লেটার বা কাজে যোগদানের চিঠি যদি পান—অবস্থা কি দাঁড়ায়? এমনতর আরও নানা দিক আছে। সুতরাং সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার এই ডাক চলাচল ব্যবস্থার শম্বুকগতি রোধ করুন ইহাই সকলের প্রার্থনা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র-লেখকের নিজস্ব)

শারদ সংখ্যা প্রসঙ্গে

আপনাদের শারদীয় সংখ্যাটি পড়ে ভীষণ খুশী হলাম। মফঃস্বল থেকে আপনারা এমন একটি উচ্চমানের সাময়িকী প্রকাশ করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা বেশ ভাল। সিরাজের গল্পটি ছাড়া অন্য গল্পগুলো অবশ্য তেমন দাগ কাটেনি। আর সবচেয়ে যেটা ভাল লেগেছে সেটা—অনুপ ঘোষালের বলিষ্ঠ উপন্যাস 'সুখ অসুখ'। আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেও যে আমরা এক ব্যাধির স্বীকার, একথা বারবার মনে পড়ছিল। অমলিন, নীতা, ভুতো, নির্মলবাবু বা নন্দা—আমাদের কাছে অচেনা হয়েও জীবন্ত। সাবলীল লেখকের ভাষা। আপাতঃ জটিল এই রূপকধর্মী উপন্যাসটি ভাষা ও বিন্যাসের গুণে শেষ পর্যন্ত পাঠককে টেনে রাখে। শেষের কবিতাটি তো মুখস্থ রাখার মত। অনুপ ঘোষালের এর আগের উপন্যাস 'পরিধি পেরিয়ে'তে যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল, সেই প্রতিশ্রুতি 'সুখ অসুখে' এক গভীর পরিণত রূপ পেয়েছে। এ ধরনের একটি উপন্যাসের জন্য মননশীল পাঠক সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন। চঞ্চল সরকার, ধুলাউড়ি রবীন্দ্র বিদ্যা নিকেতন। ধুলাউড়ি, মুর্শিদাবাদ।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

সংবাদের শিরোনাম দেখে চমকে গেছিলাম। আলিপুর চিড়িয়াখানায় রাক্ষস। চিড়িয়াখানায় দলে দলে লোকের ভীড়। উদ্দেশ্য রাক্ষস দর্শন। আসলে সংবাদটি একটা গুজব। একজন সাংবাদিকের বয়ানে 'এই একটি গুজবকে ঘিরে চিড়িয়াখানার কর্মীদের প্রাণান্ত। তাঁরা দর্শকদের বোঝাতে পারছেন না রাক্ষস ছিল না, রাক্ষস নেই। রাক্ষস থাকে রূপকথার গল্পতে। তবে সংবাদটি পড়ে আমার মনে হয়েছে রাক্ষস রূপকথার গল্পে শুধু থাকে না। রাক্ষস আমাদের মধ্যেও আছে। আমাদের মতই ধোপদুরস্ত পোষাক এঁটে তারা আজকের সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাধে। রাক্ষস না থাকলে সমাজে পৈশাচিক ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটছে? দিন দুপুরে-রাত্রে নারকীয় হত্যা, ধর্ষণ, নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের উপর অত্যাচার, শোষণ—সব কিছুই চলছে। এখনকার রাক্ষসদের নামকরণটা শুধু পাল্টেছে। সমাজবিরোধী বর্ম ধারণ করে তারা তাদের রাজত্ব শাসন করছে। আইনের রক্ত চক্ষু তাদের স্পর্শ করতে পারে না। কি গ্রাম কি শহর। সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে এই নররাক্ষসেরা। পুরাণে দেখি রাক্ষস নিধন করতে হলে যজ্ঞের প্রয়োজন হত। এমন কি দেবতারাও হিমসিম খেয়ে যেতেন রাক্ষসদের দমন করতে। এখন যুদ্ধের কৌশল পাল্টেছে। তাই প্রশ্ন আজকের নররাক্ষসদের নিধনের জন্য কোন্ দধীচির দরকার?

—মণি সেন

সড়ক অবরোধে পথচারীদের কষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে বসতি ও দোকান গড়ে ব্যবসাদাররা ক্রমশঃ রাস্তা গ্রাস করে ফেলায় পথ চলা দায় হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বারান্দা বড় করতে করতে রাস্তার ফুটপাত ঘরের মধ্যে ভরে নিচ্ছে। আবার কারুর দোকানের পসরা উপচে রাস্তায় পড়ছে। এই সব জায়গায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটতেই আছে। পুলিশ আইনতঃ নিষেধাজ্ঞা জারি করে এদের তুলে দিতে পারে। কিন্তু প্রভাবশালী এই সব ব্যবসা-দারদের উপর পুলিশ নাক গলাতে রাজী নয়। সাধারণ পথচারীদের অভিযোগ, পৌরসভার দুর্বলতায় সড়ক অবরোধ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

মূলমন্ত্র-মহামন্ত্র ফাঁকি

দুর্মুখ

বিজ্ঞানে একটা কথা আছে 'পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অভিযোজন।' মরুভূমির গাছ নিজেকে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় বাঁচাতে পাতায় জল সঞ্চয় করে। পশুপাখীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার্থে গাত্র করে কণ্টকাকীর্ণ। শিক্ষাতেও সেই রকম। প্রাথমিক শিক্ষকরা শিশুদের সঙ্গে মিশে যেতে নিজেদের অজান্তে শিশু সুলভ চপলতার অধিকারী হয়ে পড়েন। দেখতে পাই বালক পড়ুয়াদের মত তারাও স্কুল পালানো স্বভাব পেয়ে প্রায়ই স্কুল যান না (অবশ্য বেতন ঠিকই নেন)। সেটাও কিন্তু শিশু সুলভ চপলতারই আর এক অঙ্গ। কথায় আছে 'কাঠের পুতুলও পয়সা দেখলে হাত বাড়ায়।' অবয়বহীন দেবতাও মানসিক শোধের জন্য স্বপ্ন দেন, ভর নামান। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষকদের অপরাধ নেই। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অভিযোজন করেই তারা অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। নইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসরের মত কবে তাদের অবলুপ্তি ঘটতো। স্কুল গৃহহীন, ছাত্রছাত্রীহীন, আসবাব-পত্রহীন। তবু লক্ষ লক্ষ স্কুলকে তারা নিজেদের দক্ষতায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রাচীন আশ্রমিক ঋষি সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে তারা আম-বাগানে জামবাগানে বৃক্ষপাদদেশে স্বদেশীয় খেজুর কিংবা তালপাতার চাটাইয়ে বসে এবং বসিয়ে শিক্ষা দান করে যাচ্ছেন আজও এই বিংশ শতাব্দীতে। কত লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী অল্প বয়সেই বুঝতে শিখছে শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহ, আসবাব, পুস্তক, লেখনী সামগ্রী কোন কিছুই প্রয়োজনীয় নয়। শিক্ষার ধারক ও বাহক কয়েকটি শিক্ষক নামধারী দরিদ্র মানুষ। যারা অর্থের বিনিময়ে নির্বিবাদে অপমানকর পরিস্থিতির মধ্যেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। একথা তারা এবং অভিভাবকরা আরোও ভাল করে উপলব্ধি করেন যখন তারা সংবাদ পান মহাবিদ্যালয়গুলির। তারা দেখেন সুসভ্য নাগরিক সমন্বিত পৌর শহরে উত্তম গৃহ, উত্তম আসবাব সজ্জিত প্রাসাদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী অধ্যাপকেরা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কুস্তির মহড়া দিতে ব্যস্ত। সব গেল—এ বলে তোমার জন্য, ও বলে তোমার জন্য। অঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের কথাতেই আসা যাক। বাণিজ্য বিভাগের কতকগুলি অর্বাচীন ছাত্র (যারা এখনও অত্যাধুনিক হয়নি) অধ্যাপককে ঘেরাও করে তাঁর ক্লাস ফাঁকির কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলো। তখনই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। বিরোধী গোষ্ঠী থাকেই। সেই অধ্যাপকেরও ছিল। সেই সব বিরোধী অধ্যাপকেরা বলে উঠলেন—'এ বড় অন্যায়'। (যেন তারা যুধিষ্ঠির এবং এখনই জানলেন ফাঁকির কথা)। আরম্ভ হ'য়ে গেল শুম্ভনিশুম্ভর যুদ্ধ। 'তুইতোকারি', ভদ্র অভদ্র ভাষার খিস্তি-খেউড়। (নিশ্চয়ই এগুলি প্রাথমিক স্তরে শেখা)। কিন্তু কেউ ভেবে দেখলেন না—ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অধ্যাপক কত বড় শিক্ষা দিতে চেয়েছেন ছাত্রদিকে! বাণিজ্যিক বিভাগ। এই বিভাগে প্রকৃত শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মূলমন্ত্র-মহামন্ত্র ফাঁকি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হলো লাভ লোকসান খতিয়ান। শিক্ষক ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কি শেখালেন? শেখালেন যদি তাঁকে চার ঘণ্টা ক্লাস নিতে দেওয়া হয় এক হাজার টাকা, তবে তিন ঘণ্টা ফাঁকি দিতে পারলে শতকরা আশি টাকা লাভ। এর দ্বারা সঠিক উপলব্ধি হ'লে ছাত্ররা ফাঁকি যে জীবনের মূলমন্ত্র তা বুঝতে পারবে। তাদের জীবনপথে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না। ব্যবসায়িক জগতে যত ফাঁকি দেবেন লাভের অঙ্ক তত বাড়বে কথায় আছে 'সাতবার গণেশ উল্টোলে শেঠ হয়।" মহাজনকে ফাঁকি দেন, দেনা শুধতে হবে না। খদ্দেরকে ফাঁকি দিয়ে খারাপ মাল বেশি দামে গছান লাভ বেশি হবে। ভাইবোন আত্মীয়-স্বজনকে ফাঁকি দেন বিশাল সম্পত্তি ও বাড়ী গাড়ীর অধিকারী হবেন। আর ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হোন সব যাবে। দুটো গালমন্দ, চড়থাপ্পড় ধাক্কাধাক্কিতে কি এসে যায়? লাভ তো কমে যাচ্ছে না। ক্রমশঃ বাড়ছে। সেই জন্য অধিকাংশ অধ্যাপকেরা (দু' চারজন যুধিষ্ঠির ছাড়া) সকলেই এক পথের পথিক। তবে "ধরা পড়লে চোর, না পড়লে সাধু" এই আর কি। তাছাড়া ঠিক মত ক্লাস করতে গেলে 'আঁতেল' আড্ডাগুলো চলবে কখন? চালাবেই বা কে? সেখানে যে মগজের ঘিলু নাড়িয়ে, বুদ্ধির গোড়ায় ধুনো দিয়ে অনেক বড় বড় বাতচিত করতে হয়, রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী এনিয়ে তথ্যপূর্ণ ফিচার লিখতে হয়। সেই ব্রেণের মার রুখতে গেলে তো পরিমাণ মত বিশ্রাম দরকার। সেটা কি স্বগৃহে হবে? হবে না। কেন না সেখানে যিনি লাগাম ধরে আছেন তিনি ছাত্রও নন অধ্যক্ষও নন, তিনি হলেন গিন্নি। তিনি তো ফাঁকি সইবেন না। তার উপর তার হাতে ভূত ঝাড়া, আঁতেল তাড়ানো যন্ত্র আছে। অতএব নিরুপদ্রব ঠাঁই হচ্ছে ক্লাস। সেইখানে ফাঁকি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে অধিকাংশ ছাত্রও খুশি হবে। তারাও সুপার ষ্টার অমিতাভ বচ্চনের জন্য শোকার্ত্ত হ'য়ে প্রার্থনা জানাবার সময় পাবে। হিন্দি গানের গজল গেয়ে টেবিল চাপড়িয়ে জমজমাট আসর বসাতে পারবে। আর একটু স্বদেশীয়রা দাদাদের শেখানো মার্কসবাদের দু'চারটে বুকনী (অধিকাংশ বেঠিক) ঝেড়ে বিপ্লবীদলের ক্যাডার বাড়াবার সুযোগ পাবে। ছাত্ররা এখন বেশ বুঝে গেছে ক্লাসের শিক্ষা মূল্যহীন। কেন না পূর্ব্বে ছিল পরীক্ষা পাশের মূলমন্ত্র মুখস্থ বা অন্তরস্থ। এখন হ'লো পকেটস্থ। ঠিক মত ঝারতে পারলে পাস আটকায় কে! তাই ফাঁকি রুখবে কে? ফাঁকিই এখন জীবনের মূলমন্ত্র এবং মহামন্ত্র।

লাক্ষা সমবায় সমিতি পুরস্কৃত

ধুলিয়ান: স্থানীয় মুর্শিদাবাদ ল্যাক সমবায় সমিতি এ জেলার জন্য ৩৫০টি সমবায় সমিতির মধ্যে ভাল কাজের জন্য ৮২-৮৩ সালে পুরস্কৃত হয়েছেন। সদর বহরমপুরে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৭২ সালে এই সমিতিটি স্থাপিত হয়।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

রুক্ষ মাটির দুঃখ কতো জানো?
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে
জলের ধারায় সবুজ শোভা আনো

পর্যাপ্ত জলের অভাবে ঘরে তোলার আগেই ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে যায়। চাষের জমি রুক্ষ হয়।

প্রকৃতির এই খেয়ালকে বশে আনতে ইউকোব্যাঙ্ক আপনাকে সাহায্য করতে পারে। কূপ খনন বা কূপ গভীর করা, জলনালী কাটা, ক্ষেতের জন্যে ডিজেল বা বৈদ্যুতিক পাম্পসেট বসানো অথবা লিফট ইরিগেশন, যার যা দরকার, সকলের কথা ভেবেই ইউকোব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ প্রকল্পগুলি তৈরি। এছাড়া, আধুনিক ধাঁচে চাষ বাস ও ফসল বাড়িয়ে তোলার জন্যেও ইউকোব্যাঙ্কের ঋণ পরিকল্পনা আছে। যেমন ধরুন, ট্র্যাকটর ও ট্র্যাকটর চালিত উপকরণ, পাওয়ার টিলার (মোটর চালিত লাঙ্গল) ও তার যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল, মই ইত্যাদি দেশীয় উপকরণ বা উন্নত যন্ত্রপাতি, হস্তচালিত বা বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত স্প্রেয়ার ও ডাস্টার, চাষ ও বাগানের উপযোগী যন্ত্রপাতি এবং ভালো সার ও বীজ কেনার জন্যে ইউকোব্যাঙ্কের নানা ঋণ প্রকল্প চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত এমন সকলেরই কাজে আসবে। অতএব প্রকৃতির এইসব ছোটোখাটো খেয়ালে হার না মেনে আজই কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের কোনো শাখায় যোগাযোগ করুন। ঘরে সোনার ফসল তুলুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCO/CAS-101/81 BEN

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।

এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন নং : ২৬২

চৌধুরী ভাই

১৮, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর

॥ চার্চের মোড় ॥

গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।

চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATIOR LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. Farakka S. T. P. P. Murshidabad

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of fhe undersigned during working hours of date mentioned for sale of document on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20|- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials

The tender documents will be on sale from 1. 12. 82 to 18. 12. 82 from 9·00 hrs. to 11-00 hrs. and 15-00 hrs to 16-30 hrs Tenders will be received upto 11-00 hrs of the respective date of opening and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives

Sl. No.	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D / Cost of paper	Date of opening
1.	Construction of Hydrogen Generation Plant Building at plant site of F S T P P. NIT No.—FS : 42 : CS : 170/T-72/82	5 Lakhs 12 months	10,000·00/50·00	20. 12. 82
2.	Construction of Telephone Distribution Network (Phase-1) at Temporary Township and plant site of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 381/T-73/82	7 Lakhs 6 months	14,000·00/50·00	21. 12. 82
3.	Diversion of 11 KV High Tension Over-head line at permanent township of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 227/T-74/82	1 2 Lakhs 3 months	2,400·00/50·00	21. 12. 82
4.	Construction of Gate House & Boundary Wall (Type I & II) at Permanent township of FSTPP. NIT. No—FS : 42 : CS : 226/T-75/82	26 Lakhs 12 months	50,000·00/100·00	20. 12. 82
5.	Construction of N. T. P. C. Store (1 No.) at Plant Site of FSTPP. NIT. No. FS : 42 : CS : 119-1/T-76/82	4 Lakhs 6 months	8,000·00/50·00	20, 12. 82

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax clearance certificates valid electrical contractor's licence for electrification work and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions
3. General conditions of contracts can be seen in the Office of the undersigned on any working day during working hours
4. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Farakka Super Thermal Power Plant
Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742212

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।